International Journal of Applied Research 2015; 1(9): 915-918

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2015; 1(9): 915-918
www.allresearchjournal.com
Received: 18-06-2015
Accepted: 20-07-2015

Biswajit Ghosh
Research Scholar of Burdwan University W.B., India.

Nikhil Kumar Ghosh
Vill. + P.O.- Anur, Dist.- Hooghly, P.S.-Goghat,Sub-Arambagh, W.B. 722161, India.

Correspondence
Biswajit Ghosh
Research Scholar of Burdwan University W.B., India.

বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব ও বিজ্ঞানের কোয়ান্টামতত্ত্ব ঃ একটি পর্যালোচনা

Biswajit Ghosh, Nikhil Kumar Ghosh

''ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ১ ---অদ্বৈতবেদান্তের এটি মূল তত্ত্ব। এখানে জগৎ অর্থে শুধু জড়জগৎ নয়, সূক্ষ্ম জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎ ও তার সঙ্গে স্বর্গ-নরক, এককথায় যা কিছু আছে-জগৎ অর্থে সে-সবই বুঝতে হবে। একপ্রকার পরিণামের নাম 'মন' আর একপ্রকার পরিণামের নাম 'শরীর' ইত্যাদি। এই সব নিয়েই জগৎ। এই ব্রহ্ম (ক) জগৎ (খ) হয়েছেন দেশ-কাল-নিমিত্তের (গ) মধ্যেদিয়ে এসে- এটি অদ্বৈত বাদের মূলকথা। উক্ত চিত্রটি ভালো করে বোঝার উপায়স্বরূপ-

ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য, দৃশ্যমান এই জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য নয়। এবং জীব ব্রহ্ম হতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। এই বক্তব্য বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করলে এটাই স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে, অদ্বৈতবেদান্ত বিশ্ব সংসারের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে এক পরম সত্য বস্তুর সন্ধান দিয়েছে। সমগ্র বিশ্বের মূলতত্ত্ব বা স্বরূপ এক সত্য বস্তু, সেটি অখণ্ড শাশ্বত এবং প্রকাশশীল ও আনন্দময়। ঐ সত্যবস্তুকে যদি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায় তাহলে সেই সত্যবস্তুর অপেক্ষায় অন্য সমস্ত কিছুই অযথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়। জীবজগতের সমস্ত কিছুই একটি বিশেষ নাম ও বিলক্ষণ সাংগঠনিক আকার বা রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এবং ঐ নাম ও রূপ এই উভয়ের দ্বারাই প্রত্যেক বস্তু নিজস্ব একটি পরিধির মধ্যে আবদ্ধ হয় অন্য বস্তু হতে নিজের পার্থক্য বজায় রাখে। যেমন কুণ্ডলাদি অলংকার সমূহের মৌলিকত্ব বা যথার্থ স্বরূপ কেবলমাত্র সুবর্ণ হলেও, গঠন বিন্যাস এবং ব্যবহারিক কার্য সাধনের উপযোগী বিভিন্ন নামের সাহায্যে প্রত্যেকটি অলংকারকে অপর অলংকার হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে বুঝি। কিন্তু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে এটা অনায়াসেই বোঝা যায় যে, বিভিন্ন অলংকার সমূহ মূলতঃ এক সুবর্ণস্বরূপ মাত্র, সুবর্ণের অতিরিক্ত কোনো বস্তুর সত্তাই সেখানে নেই। এই প্রণালী অবলম্বন করে জাগতিক পদার্থের মূল অন্বেষণ করতে আরম্ভ করলে দেখা যাবে যে, সত্তালক্ষণ পরমাত্মা সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান ফলতঃ এক ও অভিন্ন। [২]

অদ্বৈতবেদান্ত প্রসঙ্গে স্বামীজী নিউইয়র্ক ভাষণে বলেছিলেন- ''ধর একটা মাত্র বস্তু আছে তা নানারূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাকে আত্মাই বলো, আর বস্তুই বলো বা অন্য কিছুই বলো, জগতে একমাত্র তারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবেদান্তের ভাষায় বলতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নাম ও রূপ এই দুটি উপাধিবশতঃ 'বহু' রূপে প্রতীত হচ্ছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক, একটি তরঙ্গও সমুদ্র হতে পৃথক্ নয়। সমুদ্রের বিশেষ আকৃতিকেই আমরা তরঙ্গ নাম দিই। এই নাম ও রূপই তরঙ্গকে সমুদ্র হতে সাময়িকভাবে পৃথক্ করে। ঐ নাম ও রূপ চলে গেলেই তরঙ্গ যে সমুদ্রে ছিল, সেই সমুদ্রই হয়ে যায়। সমুদ্রের ন্যায় এই সমগ্র জগৎও একটি সত্তা। ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নামের জন্যই জগতের এত বৈচিত্র। আর এই নাম ও রূপ মায়া সঞ্জাত। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন 'ব্যক্তি' সৃষ্টি করে একজনকে আর একজন হতে পৃথক্ করে। কিন্তু এর তাত্ত্বিক অস্তিত্ব নেই। তাই বলে মায়া অলীক একথাও বলা যায় না। কারণ এটাই এই সকলের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করছে। অদ্বৈতবেদান্তের মতে

এই মায়া অনির্বচনীয়। অতএব নিশ্চিতরূপে বলা যায়, দেশ ও কালের নিমিত্ত সেই এক অনন্ত সত্তাতেই এই বিভিন্ন রূপ ও জগৎ কল্পিত হচ্ছে। পরমার্থতঃ এই জগৎ মিথ্যা এক অখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপ।" [৩]

স্বামীজী অদ্বৈতবাদের উৎকর্ষের সম্বন্ধে বলেছেন, একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়, এবং যখনই কোনো বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয়, তখন এর সার্থকতা উপলব্ধ হয়। কারণ এই বিজ্ঞান তার লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। যথা রসায়নশাস্ত্র এমন একটি মূল পদার্থ আবিষ্কার করে, যা হতে অন্যান্য সকল পদার্থ প্রস্তুত করা যেতে পারে। পদার্থবিদ্যাও এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করতে পারে, অন্যান্য শক্তি যার রূপান্তর মাত্র। ধর্ম, বিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা লাভ করছে যখন বৈচিত্রের মধ্যে এক পরমসত্তার অনুভূতি হয়। সুতরাং অদ্বৈত তত্ত্বই সর্বপ্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। [৪] মানব জাতির প্রথম পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানলাভ বিজ্ঞানে আকস্মিক প্রবেশের দ্বারা স্পন্দিত হয়। পদার্থবিদ্যা বিষয়ক বোধক্ষমতা মানুষের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। বেশিরভাগ প্রাথমিক উপাদান খুঁজে বার করার জন্য এবং এই প্রাথমিক বা মৌলিক উপাদান থেকে অন্যান্য বিষয় বা জিনিসের উৎপত্তি ঘটে।

প্রথম পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পৃথিবীর বোধক্ষমতা, পদার্থবিজ্ঞানের প্রবেশ প্রভৃতি ভারতীয় বৈশেষিক দার্শনিকরাই করেন। তাঁরা অণু, পরমাণু প্রভৃতি সম্পর্কে সূত্র প্রকাশ করেন। পিথাগোরাস তাঁর ভারত পরিদর্শনের পর একইভাবে পরমাণুর ধারণা প্রবর্তন করেন গ্রীসে। এরূপ ধারণা সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দী পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় ছিল। এমনকি Rutherford কর্তৃক পরমাণুকে নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনে বিশ্লেষণ করা পর্যন্ত এই ধারণা অপরিবর্তনীয় ছিল।

এটা পরিশেষে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা নামে খ্যাত হয়। পূর্ববর্তী তত্ত্বগুলির চেয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আরো বেশি বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। এর সমীকরণ এবং তত্ত্বগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক ভাবে সমর্থনযোগ্য করা হয়েছে। আর অন্য কোন তত্ত্ব নেই, যেটার আরও বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা একটি সম্পূর্ণ সঠিক ফল পাওয়া গেছে। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা পরমাণুকে ক্ষুদ্রতম কণা ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন- এ বিশ্লেষণ করেছে। এদের একত্রে Sub-Particle বলা হয়েছে। Sub-particle -এর এই সজ্জা বা arrangement কে Standard Model হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই Model এর এই Sub-particle এবং তাদের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া গুলিকে অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে।

স্ট্যাণ্ডার্ড মডেল অনুসারে সেগুলি এইরকম----

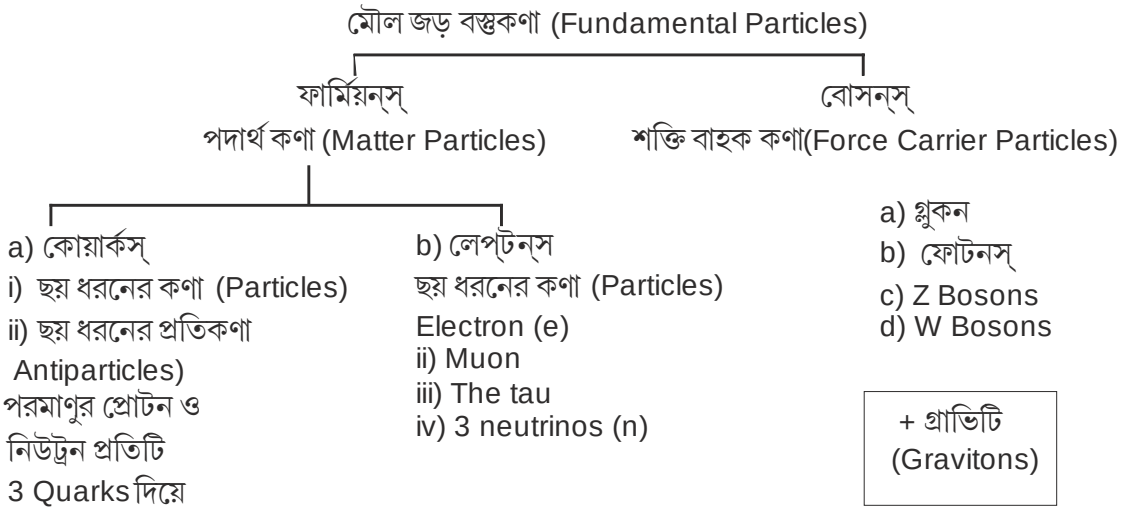

উপরোক্ত মডেলটি বর্তমান জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সমস্ত পদার্থ ও শক্তির সামগ্রিক রূপরেখা। [৫]

উক্ত টেবিলে, Quarks এবং leptons সম্বলিত ১২ টি Fermions কে পদার্থ বা matter particle

বলা যেতে পারে। এবং ৪টি Bosons শক্তি particle যদিও বাস্তবে সত্য নয়, তবে matter particle এরও শক্তি বা Energy আছে। কেবলমাত্র Photon ব্যতীত force particle -এর ভর রয়েছে। ১৬টি এই ধরনের particle -এর সংখ্যা ২০০ কারণ প্রত্যেক particle -এর anti-particle থাকে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে gravity বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে এই Standard Model থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের উপস্থিতি রয়েছে যেটা ছায়া বা Shadow যা অবস্থাকারে লুপ্ত রয়েছে। এটি হল Higgs field। এই Higg's field বা হিগের ক্ষেত্র Standard Model এর একটি স্বাভাবিক বা অন্তর্নিহিত অংশ এবং এটি particle বা অণুকণাগুলিকে তাদের ভর প্রদান করে। Higg's fieldéô এর ক্রিয়া দ্বারা particle এর অস্তিত্ব বজায় থাকে। Higg's field না থাকলে শক্তির কোনো সাম্যতা পরিলক্ষিত হতো না। এর জন্যই গোটা বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। Higg's field এর ধারণাটিকে সম্পূর্ণরূপে একটা চমকপ্রদ ধারণা বলা হয়েছে। এই ধারণাটি প্রাথমিকভাবে প্রকাশ করে যে, সারা বিশ্বে যেখানে আমরা হাঁটছি, দেখছি সবই virtual mass দ্বারা পরিপূর্ণ। এই বিশ্বখালি নয়-এটা অগণ্য mass particle দ্বারা পরিপূর্ণ। কিন্তু এই particle গুলি virtual যেগুলো এখনও অপ্রকাশিত। Higg's field - এর কারণেই এই পদার্থগুলি প্রকাশিত হয় এবং অন্যান্য particle এর সাথে couple (জোড়া) হয়ে প্রকাশিত হয়। Big Bang এর ঠিক শুভারম্ভে Higg's field খুবই উত্তপ্ত ছিল এবং mass particle প্রকাশ হওয়ার কোনো প্রবণতা ছিল না। কিন্তু যখন এটা শীতল করা হয়, তখন পুরো Symmetry বা সজ্জা ভেঙে যায় এবং কণাগুলি প্রকাশ হওয়ার জন্য Struggle করে এবং particle গুলি একে অপরকে প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ করে দেয়।

Higg-এর প্রকাশ পর্বের আগে অন্যান্য particle গুলি কেবলমাত্র শক্তিকণা ছিল এবং তারা একে অপরের সাথে সমান ছিল। এরা আগে জলীয় অবস্থায় থাকত। Higg -এর প্রতিসাম্য লঙ্ঘন করার পর এটা বোঝা যায় যে particle -এর ভর বিশ্বের সূত্রপাত ঘটাবে। এইভাবে standard modle -এ শক্তি এবং ভরকে দুটি ভিন্ন প্রাথমিক সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। উভয়ই Big Bang -এর সময়কালে আবির্ভূত হয়। যখন কোয়ান্টাম ফিজিক্স ভর ও শক্তিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে, অন্যভাবে দুটি particle -এর সংযোগ ঘটানো হয়। যেটি দুটি বিপরীত দিক দিয়ে আসে, যা

Physics -এর 'large' side। আপেক্ষিকতার সূত্র $E=mc^2$ দ্বারা ভর ও শক্তিকে সংযুক্ত করে। এর অর্থ হল শক্তি ও ভর সমতুল এবং একইভাবে দুটিকে প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তারা একে অপরের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।

এইভাবে শক্তি ও ভর একসঙ্গে মুদ্রার দুই দিকের মতো $E=mc^2$ -এর দ্বারা প্রকাশিত হয়। পূর্বে ভর ও শক্তি একই সাথে সংযুক্ত ছিল এবং পদার্থ ও শক্তি হিসেবে প্রকাশিত হতে পারত। কিন্তু বর্তমান দিনে ভর ও শক্তির বিভিন্ন উৎস পাওয়া যাচ্ছে এবং ধরা হয় যে এদের একটি পৃথক্ অস্তিত্ব আছে। এছাড়াও ভর ও শক্তির মধ্যে কোন অন্তর্সম্পর্ক নেই। এইভাবে বর্তমান standard Model টি চূড়ান্ত হতে পারে না। এর নীচে একটি স্তর অবশ্যই থাকবে, যা ভর ও শক্তিকে সংযুক্ত করে। উদাহরণ স্বরূপ যদি আমরা বলি Superstring theory- ই সত্য তাহলে আমরা বলতে পারব যে ভর ও শক্তি Superstring -এরই প্রতিরূপ। সম্ভবতঃ ভর বস্তুর সংকোচনের প্রকাশ এবং শক্তি প্রসারণের প্রকাশ মাত্র। ভর ও শক্তির মধ্যে পৃথকতার উপর নির্ভর বর্তমানে Standard model ছাড়া আর একটি sub-structure গড়ে তোলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পদার্থ ও শক্তির সম্পর্কিত বহু আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট যে standard model ছাড়া একটা Sub-Structure আছে। পদার্থবিদ্রা প্রথম এটি উপলব্ধি করেছিলেন। এই কারণে Standard Model প্রায় বিশ্বকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য বহু Theory তৈরি করে রেখেছে। যেমন GUT theory, String theory এবং Technicolor theory ইত্যাদি।[৬]

প্রাচীন ভারতীয় সাংখ্য দর্শনে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে যে তত্ত্ব রয়েছে তার কিছু কিছু আলোচনা করলে দেখা যায়, সাংখ্যদর্শন ও বেদান্তদর্শন একই বক্তব্য গ্রহণ করেছে। কেবল পরব্রহ্মকে মূলতত্ত্ব হিসেবে মেনে নিয়েছে। সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতত্ত্ব এবং মোট তত্ত্ব হল পঁচিশটি। তবে বেদান্ত বলছে পুরুষ-প্রকৃতি মূলতত্ত্ব নয়, পরব্রহ্মই মূলতত্ত্ব। পুরুষ ও প্রকৃতি পরব্রহ্মের যাবতীয় চৈতন্য বা জ্ঞানরাশি ও যাবতীয় শক্তি বা পদার্থের সমষ্টি বলেই ব্যাখ্যা করতে পারি। সাংখ্য দর্শনের পঁচিশ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেই পাওয়া যাবে বিশ্বে জড় পদার্থ ও শক্তি আলাদা নয়। শক্তি ও জড়পদার্থ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একই সত্তার দুই পরিবর্তিত রূপ। বেদান্ত বলছে বিশ্বের যাবতীয় শক্তির নাম 'প্রাণ' এবং যাবতীয় পদার্থ হল 'আকাশ' বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বা লেখায় বহুবারই এই আকাশ-প্রাণের তথা পদার্থ ও শক্তির কথা বলেছেন। ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতামালায় ঘোষণা করেছেন, 'পদার্থ ও শক্তি কিংবা আকাশ ও প্রাণ এক, একই বস্তুর কোনো ব্যাপার নয়, অবাস্তবও নয়।'[৭]

তাহলে এক্ষেত্রে অদ্বৈতবেদান্তের গুরুত্ব কোথায়? অদ্বৈত বেদান্ত দাবি করে যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হল কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক্ কণা দ্বারা নয়। এটি একটি single homogenious থেকে উৎপত্তি হয়েছে, যা স্থান কালের অতীত। অদ্বৈত বেদান্ত standard model -কে কখনও মিথ্যা বলে প্রামাণ করে না। এমনকি String theory -কেও বেদান্ত ভুল বলে স্বীকার করে না। অদ্বৈতবেদান্ত বলে যে homogenious continuous entity বা ভিত্তি না হওয়া পর্যন্ত পদার্থবিদ্যা কোনোদিন সম্পূর্ণ সমাধান লাভ করতে পারবে না। এর জন্য পদার্থবিদ্যাকে নিরন্তর গভীর গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। পরিশেষে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে, যখন আমরা এই homogenious structure --এর শিখরে পৌঁছাব।

এটা মেন্ডেলিভের periodic Table এর মতো, যেটি বিভিন্ন উপাদানের ধর্মকে শ্রেণীবিভাগ করতে সফল হয়েছিল। নতুন উপাদান (Element) আবিষ্কারের পূর্বেই এই Table তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানি করতে পারত। এর কোনো মূল কারণ না জেনে মেণ্ডেলিভ এরূপ কথা বলেন, এর কার্যকলাপ সম্পর্কে, pauli এবং অন্যান্য কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্রা দেখান যে এটা কক্ষপথে ইলেকট্রনদের অবস্থান মাত্র। যেটার মাধ্যমে Periodictable- এর Element দেরকে প্রকৃতভাবে জানা যেত। সুতরাং যদিও Stantard model নিখুঁতভাবে কাজ করে এবং নিজেই সঠিক। Standard model ও Superstrings theory গুলির Final level প্রচুর entity দ্বারা গঠিত। Standard model -এর 26 টি কণা ও 4 টি শক্তি আছে। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের দাবি যে, বিশ্বের উৎপত্তির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি পদার্থকে লক্ষ্য করা যায়। এই পদার্থটি অস্থির হবে কিন্তু এটি particle বা কণার মতো digital হবে না। কিন্তু এটা তরঙ্গের মতো হবে না, এটা পদার্থের 'single block এ পরিণত হবে। এটি অপরিবর্তনশীল এবং একই ধরনের বা homogenious।

এছাড়াও এই substance বা পদার্থ স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন, এটা স্থান- কাল দ্বারা প্রভাবিত হয় না। Standard model এর particle গুলি স্থান কালের অন্তর্ভুক্ত। superstring theory তে space-time এর ১১টি মাত্রা বক্রাকারে থাকে। অদ্বৈত বেদান্তের চরম তত্ত্বানুসারে এই পদার্থ (substance) স্থান-কালের ঊর্ধ্বে এবং এটা স্থান-কাল দ্বারা প্রভাবিত হয় না- এই substance বিশ্বের একটা অংশমাত্র।

বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা যন্ত্রযোগে লব্ধ তথ্য ও অভিজ্ঞাতাকে দেশ ও কালের পটভূমিতে সাজিয়ে তাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। এ থেকেই গড়ে ওঠে বিজ্ঞানের এক একটি সূত্র বা নিয়ম, যাকে আমরা বলি বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু দেশ বা কাল বলে কোনো বাস্তব সত্তা নেই। তা হচ্ছে বিজ্ঞানীদের বুদ্ধিনির্মাণ। শিল্পী যেমন তাঁর চিত্র নির্মাণের জন্য ক্যানভাস কাপড়ের পর্দা ব্যবহার করেন, কালের ধারণা আসে মানুষের নির্বিকল্প প্রজ্ঞা (Intuition) থেকে। পাতঞ্জল দর্শনে একে সবিচারা নির্বিকল্প প্রজ্ঞা (Emperical Intuition) বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। যদিও সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত দর্শনে দেশ ও কালের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা হয় নি, তবুও ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে এদের বাস্তব সত্তারূপে গণ্য করা হয়েছে। চরক সংহিতাতেও ন্যায় বৈশেষিক মতের অনুসরণ দেখা যায়---'খাদীন্যাত্ম মনঃ কালোদিশশ্চ দ্রব্যসংগ্রহ।'[৮] চরকের মতে পঞ্চমহাভূত, আত্মা, মন, কাল এবং দেশ এসবই দ্রব্যসংজ্ঞাবাচক। দেশ-কাল সম্বন্ধে এরূপ দুই বিরোধী মতবাদের আলোচনা বিজ্ঞানে ও আমরা দেখতে পাই। তবে একথা বলা বাহুল্য যে, দেশ কালের প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করেই জড়বিজ্ঞানের বিচিত্র সৌধ বিজ্ঞানীরা গড়ে তুলেছেন। বেদান্তের ভাষায় আদিম আকাশ বা দেশকে 'পুরাণং খম্', এবং তন্মাত্রিক বা পরিণত আকাশকে 'বায়ুরং খম্' বলা হয়েছে। বিজ্ঞানভিক্ষু যোগবার্তিকে এই দুই আকাশকে বলেছেন কারণাকাশ ও কার্যাকাশ।

চরম পদার্থ বা Absolute Substance যা অদ্বৈতবেদান্তের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য-তা 'ব্রহ্ম' (Brahman) নামে খ্যাত। বৌদ্ধবাদে বিপরীত ধারণা উপস্থাপন করেছে। এই দর্শনে চরম বলে কোনো জিনিস নেই......। অদ্বৈতবেদান্ত একই ধরনের যুক্তি ব্যবহার করেছিল বৌদ্ধদের ধারণার বিরুদ্ধে, যেটা প্রযোজ্য কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ধারণার বিরুদ্ধে যেমন Standard model এবং String Theory -র বিরোধের মত। যা কিছু বিচ্ছিন্ন ও একক তা কখনও চরম হতে পারে না। সব শেষের পরিশিষ্টাংশে বলা যায় যে, বিশ্ব অবশ্যই এক এবং এর ভিত্তিস্বরূপ একটি সত্য রয়েছে। এর কারণ আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। কারণ তারা একে অপরের সাথে অন্তঃক্রিয়া করে। আমরা Standard model এর মধ্যে লক্ষ্য করি যে বিভিন্ন পদার্থ একে অপরের সাথে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে এবং পুনরায় আবির্ভূত হয়।

$d \rightarrow u + e^{-} + \bar{\nu}_e$ এখানে একটি down quark পরিবর্তিত হয়েছে একটি up quark -এ, নির্গত করেছে একটি Electron এবং একটি antineutrino। এটা ইঙ্গিত দেয় যে, সমস্ত কণা up quark, Down quark,Electron ইত্যাদির মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, যখন থেকে তারা একে অপরে পরিবর্তিত হতে পারে। ভর ও শক্তির এই Commonality কে $E=mc^2$ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

একটি মৌলিক কণা ও মৌলিক শক্তি যথেষ্ট নয়, এদের মধ্যে একটা entity থাকবে। এ সবই চিহ্নিত করে যে সবকিছুর বাইরে একটি সাধারণ 'substance' বা পদার্থ রয়েছে। এই ধরনের Single substance সর্বদায় পরিলক্ষিত হয়। যখনই আমরা বিশ্বকে এর মৌলিক উৎস এবং পরমাণু সম্পর্কিত তত্ত্ব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করি, তখন Standard Model এবং String theory কখনো সম্পূর্ণ হবে না। পরিশেষে একটি Single substance অবশ্যই থাকবে। এটাই অদ্বৈতবেদান্তের তত্ত্বের মূল উপজীব্য বিষয়।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, যদি আমরা এই অদ্বৈত বেদান্ত তত্ত্ব গ্রহণ করি তাহলে ultimate
reduction-absolute substance রূপে উপস্থিত হবে। তাই কেন আমরা এটাকে spiritual goal হিসেবে গণ্য করব?

পদার্থবিদ্‌রা তাঁদের কোয়ান্টাম ফিজিক্স পড়াশুনার সময়ে প্রত্যেকদিন প্রাতরাশ করার পূর্বে একটা অসম্ভব ঘটনা গ্রহণ করেন- যাতে করে তাঁরা এই theory - এর দ্বারা কোনো জিনিসকে জানতে পারে। যদি এই theory একদিন এই ধরনের absolute substance ---কে ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে- তাহলে এটাকে স্বীকার করে নেওয়ায় বিজ্ঞানের কোনো সমস্যাই হতো না। বাস্তবে কোনো কিছুর মূলে একটি পদার্থ আছে, পদার্থবিজ্ঞানী ও অন্যান্যরা সন্তোষজনকভাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু এটা কেন spiritual goal হবে? যদি Standard model উদাহরণস্বরূপ রূপে প্রমাণ করা হয়, তাহলে তত্ত্ব ও Superstring theory -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাহলে অদ্বৈতবেদান্ত কেন single substance এর সংজ্ঞা দিয়েছে? উত্তরে অদ্বৈতবেদান্ত বলে এই চরম পদার্থটি হল 'ব্রহ্ম' (Brahman) । এটা কেবলমাত্র অমাদের পার্থিব বিশ্বের উৎস নয়- এটা অমাদের চেতনা। আমাদের চেতনা (Consciousness) বিশ্বের একটি অংশ বিশেষ। এটার পার্থিব জগৎ ছাড়া আলাদা উৎস থাকতে পারে না। যদি ব্রহ্ম বিশ্বের উৎস হয়, তাহলে এটাই (ব্রহ্মই) আমাদের Consciousness বা চেতনার উৎস। চেতনার উৎস ব্রহ্ম সেইকারণে ব্রহ্মকে অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা উপলব্ধি করা যায়। এটা আমাদের Consciousness --এর বিষয় হতে পারে। এটা এমন কিছু হতে পারে, যা আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারি। তাই বলা যেতে পারে যে আমাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য আছে, যেটাকে আমাদের চেতনা বা ব্রহ্মজ্ঞানের (চরমসত্য) দ্বারা সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায়। এই উপলব্ধি যোগাভ্যাসের দ্বারা বোঝা যায়। একই Absolute substance --কে বলা হয় ব্রহ্ম বা পার্থিব জগৎ ও আমাদের অন্তর্জগৎ -এর উৎস। এই ব্রহ্মকে আমরা Consciousness বা চতনা দ্বারা জানতে পারি এবং এটাই আমাদের জীবনের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। [৯] একজন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জানালেন- ''দেশ-কালের যে ধারণা প্রচলিত বিজ্ঞানে ধরা পড়ে, চৈতন্য স্বয়ং সে সবের ঊর্ধ্বে বিদ্যমান...চৈতন্যকে শরীরের বিশেষ কোনো স্থানে খুঁজে বার করা যায় না। চৈতন্যের কোনো বিশেষ অবস্থান নেই''। [১০] ব্রহ্ম বা অখণ্ড চৈতন্যসত্তা সর্বব্যাপী ও শাশ্বত, নিত্য ও সর্বগত-এটি কঠোপনিষদের বাণী। বেদান্তেরও এটি মূলতত্ত্ব। অন্তর্নিহিত চেতনার জগৎ ও বাহ্যিক জগৎ-এই দুয়ের মিলনেই জগতের পূর্ণাঙ্গ রূপ।

তথ্যসূত্র

১. ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা, শঙ্করাচার্য, শ্লোক- ২১
২. বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ-১৭৮ ও ১৭৯
৩. The C.W.S.V., Vol. II, P.- 275- 276
৪. বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ- ১৬৩
৫. বিজ্ঞান সনাতন ধর্ম বিশ্ব সভ্যতা, পৃঃ- ২৮৭
৬. Advaita Vedanta and Quantum Physics by P.J. Mazumdar Published on- 15.12. 2009
৭. ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ২২৭ ও ২২৮ চরক সংহিতা, সূত্রস্থান, ১- ৪৫
৮. Advaita Vedanta and Quantum Physics by P.J. Mazumdar Published on- 15.12. 2009, http://www.thecircleaffire.com/ advaitaquantumphysics. html.
৯. Professor George wald, Paper on life and mind in the Universe (NCERT Seminar : New Delhi, Feb. 1987

গ্রন্থপঞ্জী

১. বেদান্তদর্শন, শাঙ্করভাষ্য ৪খণ্ড, স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, উদ্বোধন কোলকাতা-১৯৮৮
২. Complete works of Swami Vivekananda,Advaita Ashram Mayavati, উদ্বোধন কোলকাতা ১৯৬৪,
৩. বেদান্ত ও বিজ্ঞানের প্রথম সমন্বয়কারী স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী জিতাত্মানন্দ,উদ্বোধন কোলকাতা-২০০৭
৪. ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রশান্ত প্রামাণিক, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা (ত্রিপুরা)২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৩ পূনর্মুদ্রণ-২০০৭
৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রকাশক, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্য্যালয় কলকাতা-১৯৬৪, ২৮ তম পুনর্মুদ্রণ-২০১০
৬. বিজ্ঞান সনাতন ধর্ম বিশ্ব সভ্যতা,গোবর্দ্ধন গোপাল দাস, ভক্তিবেদান্ত গীতা অ্যাকাডেমি, প্রকাশক-শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী, ইস্কন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, চতুর্থ মুদ্রণ-শ্রীজন্মাষ্টমী, আগষ্ট ২০১২
৭. চরক-সংহিতা (প্রথম খণ্ড), অনুবাদক ঃ দীপায়ন ২০কেশব সেন স্ট্রিট কলকাতা- কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার৭০০০০৯, াঘ-১৪১১, জানুয়ারী ২০০৫,সম্পাদনা, বৈদ্যাচার্য্য কালীকিঙ্কর সেনশর্মা, আয়ুর্বেদাচার্য্য সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ়-১৪১৬, জুন ২০১০
৮. চরক-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড) ,ঐ, ঐ , প্রথম দীপায়ন সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৯, মার্চ-২০১৩
৯. চরক-সংহিতা (তৃতীয় খণ্ড), ঐ, ঐ, প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৪২০, আগষ্ট২০১৩ ।http://www.thecircleoffire.com/advaitaquantumphysics.html